বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১২-২০১৩

১ম খণ্ড

[অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর ২০১১-২০১২
অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত (মূল্য সংযোজন কর)]

স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ		পৃষ্ঠা নম্বর
১.	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন		ক
২.	মহাপরিচালক এর বক্তব্য		খ
৩.	প্রথম অধ্যায়		
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ		১
৫.	নিরীক্ষা পদ্ধতি		২
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু		২
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ		২
৮.	অডিটের সুপারিশ		২
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ		৩
১০.	অনুচ্ছেদ নং ও আপত্তির শিরোনাম		
	অনুচ্ছেদ নং-০১	উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নতুন করে মূল্য ঘোষণা না দিয়ে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫
	অনুচ্ছেদ নং-০২	প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৬
	অনুচ্ছেদ নং-০৩	মূল্য ঘোষনায় অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৭
	অনুচ্ছেদ নং-০৪	উৎসে মূসক কর্তনের প্রত্যয়ন পত্রের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৮
	অনুচ্ছেদ নং-০৫	বিধিবহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৯
	অনুচ্ছেদ নং-০৬	টেরিফ মূল্যের পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১০
	অনুচ্ছেদ নং-০৭	বিক্রয় অপেক্ষা পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রমোশনাল ব্যয় অধিক হওয়ায় বিজ্ঞাপন ও প্রমোশনাল ব্যয়ের বিপরীতে অতিরিক্ত রেয়াত গ্রহণ ।	১১
	অনুচ্ছেদ নং-০৮	ব্যাংক গ্যারান্টির অর্থ বাদে অবশিষ্ট মূল্যের উপর রেয়াত গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ মূল্যের উপর রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১২
	অনুচ্ছেদ নং-০৯	পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য ঘোষনা প্রদান ব্যতিরেকে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৩
	অনুচ্ছেদ নং-১০	আমদানিকৃত/ক্রয়কৃত উপকরণ ক্রয় রেজিষ্টারে এন্ট্রি না করে পণ্য উৎপাদনে না আনায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৪
	অনুচ্ছেদ নং-১১	সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য ও সেবার উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ না করায় সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	১৫
	অনুচ্ছেদ নং-১২	সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৬
	অনুচ্ছেদ নং-১৩	ব্যাংকিং সেবা ও চার্জের বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর কম প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৭
	অনুচ্ছেদ নং-১৪	নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট পরিশোধ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৮
	অনুচ্ছেদ নং-১৫	অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য খালাস/বিক্রয় করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৯
	অনুচ্ছেদ নং-১৬	স্থান ও স্থাপনার ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২০
১১.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর		২০

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশনস্) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশনস্) এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ২৪/০১/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৭/০৫/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনস্থ বিভিন্ন মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) সার্কেল সমূহের ২০১১-১২ অর্থ বৎসরের বার্ষিক হিসাবের উপর নিরীক্ষা জুলাই'২০১২ হতে জুন'২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষা সমাপনান্তে মোট ১৬টি অনুচ্ছেদের সাথে জড়িত অর্থের পরিমাণ ২৩৪,১৪,৪৪,৯১৩/-টাকা (দুইশত চৌত্রিশ কোটি চৌদ্দ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার নয়শত তের মাত্র) সম্বলিত আলোচ্য অডিট রিপোর্টটি প্রণয়ন করা হয়েছে। অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে ২,২৪,৬৮,২০৮/- টাকা (দুই কোটি চব্বিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার দুইশত আট মাত্র) আদায় হয়েছে।

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব নমুনায়ণের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়েছে। ০৬/০১/২০১৩ তারিখ হতে ১৯/০৮/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ, ২৮/০২/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৮/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে তাগিদপত্র এবং ২৮/০৭/২০১৩, ১৮/০৯/২০১৩ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থা সমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা উল্লিখিত সময়ের সমস্ত কার্যক্রমের আংশিক প্রতিফলন মাত্র। অর্থাৎ এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক শৃঙ্খলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ রিপোর্টের অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান সমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরণের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব।

স্বাক্ষরিত

স্বাক্ষরিত

তারিখ ঃ ০৭/০১/১৪২৪ বঙ্গাব্দ
২০/০৪/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

মোঃ জাকির হোসেন খোন্দকার
মহাপরিচালক
স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তর

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	২	৩
১।	উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নতুন করে মূল্য ঘোষণা না দিয়ে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৪,৭২,০৫,৩৬০/-
২।	প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৫,০৫,১৪,৪৫৩/-
৩।	মূল্য ঘোষনায় অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩,৪৬,১৮,৭১৯/-
৪।	উৎসে মূসক কর্তনের প্রত্যয়ন পত্রের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩৫,৩১,৫৪৫/-
৫।	বিধিবহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৫২,৫৯,৪৫৬/-
৬।	টেরিফ মূল্যের পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১০৪,০৩,৬৩,৬৮৮/-
৭।	বিক্রয় অপেক্ষা পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রমোশনাল ব্যয় অধিক হওয়ায় বিজ্ঞাপন ও প্রমোশনাল ব্যয়ের বিপরীতে অতিরিক্ত রেয়াত গ্রহণ ।	২০,৭৮,৬০২/-
৮।	ব্যাংক গ্যারান্টির অর্থ বাদে অবশিষ্ট মূল্যের উপর রেয়াত গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ মূল্যের উপর রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৬১,৮৯,৫৭৫/-
৯।	পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য ঘোষনা প্রদান ব্যতিরেকে রেয়াত গ্রহণ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩,১৩,০৭,৩৪২/-
১০।	আমদানিকৃত/ক্রয়কৃত উপকরণ ক্রয় রেজিষ্টারে এন্ট্রি না করে পণ্য উৎপাদনে না আনায় রাজস্ব ক্ষতি।	৭,১০,৬৮,০৭৬/-
১১।	সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য ও সেবার উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ না করায় সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বাবদ রাজস্ব ক্ষতি।	৩,০২,৮৫,৩১৯ /-
১২।	সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	৩৮,০৪,২৮,১০৫/-
১৩।	ব্যাংকিং সেবা ও চার্জের বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর কম প্রদান করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১১,৫৭,৪৭,৯৮৯/-
১৪।	নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট পরিশোধ করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৪,৭৭,৭২,৬৮৮/-
১৫।	অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য খালাস/বিক্রয় করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৪,৫১,৬৫,৯৩৮/-
১৬।	স্থান ও স্থাপনার ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৯৯,০৮,০৫৮/-
	১৬টি অনুচ্ছেদের সর্বমোট জড়িত টাকার পরিমাণ =	২৩৪,১৪,৪৪,৯১৩/-

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ	২০১১-২০১২।
নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান	ঃ	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন বিভিন্ন মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) সার্কেলসমূহ।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	আর্থিক ও নিয়মানুসরণ অডিট।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	জুলাই/২০১২ থেকে জুন/২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	

- রাজস্ব আদায়ের এসেসমেন্ট সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সরেজমিনে যাচাই।
- রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত অন্যান্য রেকর্ডপত্র সরেজমিনে যাচাই।
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আলোচনা।

অডিট সম্পাদন	ঃ	স্থানীয় ও রাজস্ব অডিট অধিদপ্তরের বিভিন্ন অডিট টীমের সদস্যগণ।
সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	জনাব মোঃ মাহতাব উদ্দিন, মহাপরিচালক।
ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	ঃ	আলোচ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে নিম্নোক্ত বিষয়ে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়েছে ঃ

- বিধি মোতাবেক রেয়াত গ্রহণ করা হয় নি।
- সরকারের প্রাপ্তি কোষাগারে জমা করা হয় নি।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দুর্বল মূল্যায়ন ও তদারকি।
- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- ক্ষেত্র বিশেষে কাস্টমস এ্যাক্ট ১৯৬৯,মূল্য সংযোজন আইন ১৯৯১ ও মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধিবিধান পরিপালন না করা।
- সুশৃঙ্খল আর্থিক ব্যবস্থাপনার অভাব।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সরকারের আর্থিক বিধি বিধান যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- অনুমোদিত অর্গানোগ্রাম এবং নিয়োগ বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আদায় নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- সরকারি প্রাপ্তি কোষাগারে জমা নিশ্চিত করা আবশ্যক।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের তদারকি জোরদার করা প্রয়োজন।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং- ১ ।

শিরোনাম	ঃ	**উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নতুন করে মূল্য ঘোষণা না দিয়ে রেয়াত গ্রহণ করায় ২৪,৭২,০৫,৩৬০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৫৭টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নতুন করে মূল্য ঘোষণা না দিয়ে রেয়াত গ্রহণ করায় ২৪,৭২,০৫,৩৬০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-১(২) মূসক বাস্তঃ পণ্য/২০০৪/৭৯ (৭) তাং-৪/৫/০৬ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধি ৩ অনুযায়ী উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির কারণে কোন পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হলে নতুনভাবে মূল্য ঘোষণা দাখিল করার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুনভাবে মূল্য ঘোষণা প্রদান না করার কারণে বিক্রয় পর্যায়ে নীট মূল্য সংযোজন করের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং অনিয়মিতভাবে ২৪,৭২,০৫,৩৬০/- টাকা অতিরিক্ত উপকরণ কর রেয়াত গৃহীত হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- ১(এক) দ্রষ্টব্য]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	**টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।**
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক। সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৬/০১/২০১৩ তারিখ হতে ১৯/০৮/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ২৮/০২/২০১৩ তারিখ হতে ২০/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ২৪,৭২,০৫,৩৬০/- টাকা (চব্বিশ কোটি বাহাত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশত ষাট মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ২ ।

শিরোনাম : প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করায় ৫,০৫,১৪,৪৫৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ : অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ২৩টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রকৃত উৎপাদন অপেক্ষা কম উৎপাদন প্রদর্শন করে ভ্যাট প্রদান করায় ৫,০৫,১৪,৪৫৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা/১৯৯১ এর বিধি-৩ উপবিধি-১ মোতাবেক উপকরণ-উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (Input Output Co-efficient) সহ ফরম মূসক-১ এ মূল্য ভিত্তি সম্পর্কিত ঘোষণা প্রদান করতে হবে এবং ঘোষণা মোতাবেক উপকরণ/কাঁচামাল ব্যবহারের স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারিত হবে। সে অনুযায়ী (সহগ অনুযায়ী) যে পরিমাণ উৎপাদন প্রদর্শন করা উচিত ছিল তার চেয়ে কম উৎপাদন প্রদর্শন করে ভ্যাট কম প্রদান করা হয়েছে। ফলে ৫,০৫,১৪,৪৫৩/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- '২'(দুই) দ্রষ্টব্য।]

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।
- সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৬/০১/২০১৩ তারিখ হতে ২৪/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে ২৮/০২/২০১৩ তারিখ হতে ১৯/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত ৫,০৫,১৪,৪৫৩/-টাকা (পাঁচ কোটি পাঁচ লক্ষ চৌদ্দ হাজার চারশত তিপ্পান্ন মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৩।

শিরোনাম	ঃ	মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় ৩,৪৬,১৮,৭১৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১২টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মূল্য ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় ৩,৪৬,১৮,৭১৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অনিয়মের কারণ	ঃ	মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা-৯ এর উপধারা ১(ছছ) মোতাবেক পণ্যের করযোগ্য মূল্যভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভূক্ত নয় এমন উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু পরিশিষ্টে বর্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্যের করযোগ্য মূল্যভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় আপত্তিতে বর্ণিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-"৩"(তিন) দ্রষ্টব্য।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক। ▪ সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৩/০২/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে ০২/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ৩,৪৬,১৮,৭১৯/- টাকা (তিন কোটি ছিচল্লিশ লক্ষ আঠার হাজার সাতশত উনিশ মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৪।

শিরোনাম : **উৎসে মূসক কর্তনের প্রত্যয়ন পত্রের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় ৩৫,৩১,৫৪৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ : অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৬টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিধি বর্হিভূতভাবে উৎসে মূসক কর্তনের প্রত্যয়ন পত্রের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় ৩৫,৩১,৫৪৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস.আর.ও নং-১৯৮-আইন/২০১০/৫৪৭-মূসক তারিখ ১০/০৬/১০ মোতাবেক বিধি-১৮ঘ সংযোজিত হয়। উক্ত বিধি মোতাবেক পণ্য সরবরাহকারীর অনুকুলে উৎসে মূসক কর্তনের প্রত্যয়নপত্র থাকলে প্রত্যয়নপত্রে উল্লেখিত মূসক চলতি হিসাবে রেয়াত নেয়ার বিধান ছিল।

এস.আর.ও নং-১৭৩-আইন/২০১১/৫৯৬-মূসক তাং-০৯/০৬/১১ এর মাধ্যমে বিধি ১৮ঘ বিলুপ্ত করা হয় যা ০১/০৭/১১ তাং হতে কার্যকর। অর্থাৎ ০১/০৭/১১ তাং এর পর হতে উৎসে মূসক কর্তনের প্রত্যয়ন পত্রের বিপরীতে রেয়াত গ্রহনের কোন সুযোগ নেই।

কিন্তু এক্ষেত্রে পরিশিষ্টে বর্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ০১/০৭/১১ তারিখের পরবর্তীতে ইস্যুকৃত উৎসে মূসক কর্তনের প্রত্যয়ন পত্রের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় আপত্তিতে বর্ণিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-"৪"(চার) দ্রষ্টব্য।]

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।

- সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৩/০২/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে ০২/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ৩৫,৩১,৫৪৫/- টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ একত্রিশ হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৫।

শিরোনাম	ঃ	**বিধিবহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ করায় ১,৫২,৫৯,৪৫৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৬টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিধিবহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ করায় ১,৫২,৫৯,৪৫৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অনিয়মের কারণ	ঃ	মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপধারা ১(ঢ) ও এর শর্তাংশ অনুযায়ী ১(এক) লক্ষ্য টাকা বা তদুর্ধ্ব মূল্যের উপকরণের ক্রয় মূল্য ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম ব্যতীত পরিশোধ করা হলে এবং ৩ কর মেয়াদের মধ্যে মজুদ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত পূর্বক চলতি হিসাবের মাধ্যমে রেয়াত গ্রহণ করা না হলে উক্ত উপকরণের বিপরীতে কোন রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বিধিবহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে আপত্তিতে বর্ণিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-"৫"(ছয়) দ্রষ্টব্য।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক। ▪ সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৩/০২/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ০২/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ১,৫২,৫৯,৪৫৬/- টাকা (এক কোটি বায়ান্ন লক্ষ উনষাট হাজার চারশত ছাপ্পান্ন মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৬।

শিরোনাম	ঃ	ট্যারিফ মূল্যের পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় ১০৪,০৩,৬৩,৬৮৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ট্যারিফ মূল্যের পণ্যে ব্যবহৃত উপকরণের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করায় ১০৪,০৩,৬৩,৬৮৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অনিয়মের কারণ	ঃ	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপধারা ১(ঝ) মোতাবেক নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিধিবহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে আপত্তিতে বনিণত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-“৬”(ছয়) দ্রষ্টব্য।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক। ▪ সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৩/০২/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ০২/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ১০৪,০৩,৬৩,৬৮৮/- টাকা (একশত চার কোটি তিন লক্ষ তেষট্রি হাজার ছয়শত আটাশি মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৭।

শিরোনাম : **বিক্রয় অপেক্ষা পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রমোশনাল ব্যয় অধিক হওয়ায় বিজ্ঞাপন ও প্রমোশনাল ব্যয়ের বিপরীতে অতিরিক্ত রেয়াত গ্রহণ ২০,৭৮,৬০২/- টাকা।**

বিবরণ : অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিক্রয় অপেক্ষা পণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রমোশনাল ব্যয় অধিক হওয়ায় বিজ্ঞাপন ও প্রমোশনাল ব্যয়ের বিপরীতে ২০,৭৮,৬০২/- টাকা অতিরিক্ত রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপধারা ১ মোতাবেক করযোগ্য পণ্যের সরবরাহকারী প্রতি কর মেয়াদে তৎকর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্যের উপর প্রদেয় উৎপাদন করের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

উক্ত ধারা মোতাবেক উপকরণ কর উৎপাদন কর অপেক্ষা অধিক হওয়ার সুযোগ নাই।

কিন্তু এক্ষেত্রে উপকরণ কর উৎপাদন কর অপেক্ষা অধিক হওয়ায় উপকরণ কর ও উৎপাদন করের পার্থক্য জনিত মূল্য পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অতিরিক্ত রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-"৭"(সাত) দ্রষ্টব্য।]

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।

- সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৩/০২/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ০২/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ২০,৭৮,৬০২/- টাকা (বিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার ছয়শত দুই মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৮।

শিরোনাম	ঃ	**ব্যাংক গ্যারান্টির অর্থ বাদে অবশিষ্ট মূল্যের উপর রেয়াত গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ মূল্যের উপর রেয়াত গ্রহণ করায় ৬১,৮৯,৫৭৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ব্যাংক গ্যারান্টির অর্থ বাদে অবশিষ্ট মূল্যের উপর রেয়াত গ্রহণ না করে সম্পূর্ণ মূল্যের উপর রেয়াত গ্রহণ করায় ৬১,৮৯,৫৭৪/৫০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অনিয়মের কারণ	ঃ	মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৯ এর উপধারা ১(ড) মোতাবেক ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে খালাশকৃত উপকরণের ক্ষেত্রে যে কারণে ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করা হয়েছে তা চুড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক গ্যারান্টির অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট মূল্য সংযোজন কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিধিবহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-"৮"(আট) দ্রষ্টব্য।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক। ▪ সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৩/০২/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ০২/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ৬১,৮৯,৫৭৫/- টাকা (একষট্টি লক্ষ উননব্বই হাজার পাঁচশত পঁচাত্তর মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ৯।

শিরোনাম : পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য ঘোষণা প্রদান ব্যতিরেকে রেয়াত গ্রহণ করায় ৩,১৩,০৭,৩৪২/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ : অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ২টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য ঘোষণা প্রদান ব্যতিরেকে রেয়াত গ্রহণ করায় ৩,১৩,০৭,৩৪১/৬৭ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : মূল্য সংযোজন কর বিধি,১৯৯১ এর বিধি ৩ মোতাবেক পণ্য সরবরাহের পূর্বে নিবন্ধিত ব্যক্তি তৎকর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর ধার্যের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপকরণ-উৎপাদন সম্পর্ক বা সহগ (Input-output co-efficient) সহ মূল্যভিত্তি সম্পর্কিত একটি ঘোষণা ফরম 'মূসক-১' এ বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল পূর্বক উক্ত দাখিলকৃত মূল্য ঘোষণার ভিত্তিতেই সরবরাহযোগ্য পণ্যের উপর প্রদেয় কর নির্ধারণ ও পরিশোধ করার বিধান রয়েছে এবং মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১ এর ধারা ৫ এর উপধারা ২ এর শর্তাংশ অনুযায়ী যে মূল্যের ভিত্তিতে ধারা ৯ অনুযায়ী উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা হয় সে মূল্যের ভিত্তিতে সরবরাহকৃত পণ্যের মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য মূল্য নিরূপণ করার বিধান রয়েছে।

কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা অমান্য করে পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য ঘোষণা প্রদান ব্যতিরেকে বিধিবহির্ভূতভাবে রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে যা বিধিসম্মত হয়নি।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-"৯"(নয়) দ্রষ্টব্য।]

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য : জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।

- সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৩/০২/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ০২/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ : উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ৩,১৩,০৭,৩৪২/- টাকা (তিন কোটি তের লক্ষ সাত হাজার তিনশত বিয়াল্লিশ মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১০।

শিরোনাম	ঃ	**আমদানিকৃত/ক্রয়কৃত উপকরণ ক্রয় রেজিষ্টারে এন্ট্রি না করে পণ্য উৎপাদনে না আনায় ৭,১০,৬৮,০৭৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আমদানিকৃত/ক্রয়কৃত উপকরণ ক্রয় রেজিষ্টারে এন্ট্রি না করে পণ উৎপাদনে না আনায় ৭,১০,৬৮,০৭৬/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অনিয়মের কারণ	ঃ	মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা ১৯৯১ এর বিধি ২২ এর বিধান মোতাবেক পণ্য প্রস্তুতকরণ বা উৎপাদনস্থল বা সেবা প্রদানের স্থানে যথাযথভাবে ক্রয় রেজিষ্টার সংরক্ষণ পূর্বক সংগৃহীত উপকরণসমূহ উক্ত রেজিষ্টারে এন্ট্রি পূর্বক পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করতে হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের স্থায়ী আদেশ নং- ১১/মূসক/২০০৬ তাং- ২১/৮/০৬ অনুযায়ী আমদানিকৃত কাঁচামাল সুনির্দিষ্ট পণ্য ব্যতীত অন্য কোনভাবে ব্যবহার করা যাবে না এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের জন্য আমদানিকৃত কাঁচামালের সাথে উৎপাদিত এবং সরবরাহকৃত পণ্যের পরিমাণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- '১০'(দশ) দ্রষ্টব্য।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক। ▪ সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ২১/০১/২০১৩ তারিখ হতে ২৪/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ০২/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ৭,১০,৬৮,০৭৬/- টাকা (সাত কোটি দশ লক্ষ আটষট্টি হাজার ছিয়াত্তর মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১১।

শিরোনাম ঃ **সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য ও সেবার উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ না করায় সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বাবত ৩,০২,৮৫,৩১৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৯টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্য ও সেবার উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ না করায় সম্পূরক শুল্ক ও মূসক বাবত ৩,০২,৮৫,৩১৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ অর্থ মন্ত্রনালয় অভ্যান্তরীন সম্পদ বিভাগের এস.আর.ও নং ১৭৭-আইন/২০১১/৬০০-মূসক তাং-০৯/০৬/১১ এর টেবিল-২ এর কলাম (৩) এ বর্নিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে কলাম (৪) এ উল্লেখিত হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার বিধান রয়েছে ; এবং মূল্য সংযোজন কর আইন/১৯৯১ এর ধারা-৭ এর বিধান অনুযায়ী তৃতীয় তফসিলে বণিত সেবার শিরোনাম কোড এস ০০১.২০ এর আওতায় রেস্তোরাঁয় খাদ্য বা পানীয় সরবরাহকালে যদি মদ জাতীয় পানীয় সরবরাহ করা হয় বা যে কোন ধরনের ফ্লোর শো এর আয়োজন করা হয় (বৎসরে একদিনের জন্য করা হলেও) সেক্ষেত্রে সমুদয় টাকার উপর ১০% হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য হবে।

কিন্তু উক্ত বিধান লংঘন করে সম্পূরক শুল্ক আরোপযোগ্য পরিশিষ্টে বর্ণিত পণ্য ও সেবার উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপ না করায় আপত্তিতে বর্ণিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- '১১'(এগার) দ্রষ্টব্য।]

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৮/০২/২০১৩ তারিখ হতে ৩০/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর

পত্র পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ০২/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ১৩/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ৩,০২,৮৫,৩১৯/- টাকা (তিন কোটি দুই লক্ষ পঁচাশি হাজার তিনশত উনিশ মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১২।

শিরোনাম ঃ **সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় ৩৮,০৪,২৮,১০৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ২০টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক উৎসে ভ্যাট কর্তন না করায় ৩৮,০৪,২৮,১০৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৯/৬/২০০৮ তারিখের এস.আর.ও নং- ১৯৩-আইন/২০০৮/৪৯৫ মোতাবেক বিভিন্ন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক উৎসে মূল্য সংযোজন কর কর্তন পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে মূল্য সংযোজন কর কর্তন পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয় নি যা মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৬ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উল্লিখিত এস.আর.ও এর পরিপন্থী। এ ক্ষেত্রে উক্ত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায় ৩৮,০৪,২৮,১০৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- '১২'(বার) দ্রষ্টব্য।]

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।

- সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৭/০১/২০১৩ তারিখ হতে ২২/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ১১/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ৩৮,০৪,২৮,১০৫/- টাকা (আটত্রিশ কোটি চার লক্ষ আটাশ হাজার একশত পাঁচ মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৩।

শিরোনাম ঃ **ব্যাংকিং সেবা ও চার্জের বিপরীতে মূল্য সংযোজন কর কম প্রদান করায় ১১,৫৭,৪৭,৯৮৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ৪টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক-সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহের বার্ষিক রিপোর্ট,চার্টার্ড একাউন্টেন্ট ফার্ম কর্তৃক প্রণীত বার্ষিক অডিট রিপোর্ট এবং ব্যাংক কর্তৃক অডিটে সরবরাহকৃত রিটার্ণ ও অন্যান্য তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ব্যাংকিং সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত কমিশন, ফি ও সার্ভিস চার্জের উপর মূসক পরিশোধযোগ্য আয় অপেক্ষা কম আয় প্রদর্শন পূর্বক মূসক কম পরিশোধ করায় ১১,৫৭,৪৭,৯৮৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সর্বশেষ এস,আরও নং- ২৪৬-আইন/২০১০/৫৬৬-মূসক, তারিখ- ৩০/৬/২০১০ মোতাবেক সেবা কোড এস ০৫৬.০০ ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যারা কমিশন, ফি বা চার্জের বিনিময়ে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে, প্রাপ্ত কমিশন ফি ও চার্জের উপর ১৫% হারে মূসক পরিশোধ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূসক কম প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায় ১১,৫৭,৪৭,৯৮৯/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

[বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- '১৩'(তের) তে প্রদত্ত হলো।]

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।

- সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৭/০১/২০১৩ তারিখ হতে ২৫/০২/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ১১/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ১২/০৬/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ১১,৫৭,৪৭,৯৮৯/- টাকা (এগারো কোটি সাতান্ন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার নয়শত উননব্বই মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৪।

শিরোনাম	ঃ	**নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট পরিশোধ করায় ১৪,৭৭,৭২,৬৮৮/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৩টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট পরিশোধ করায় ১৪,৭৭,৭২,৬৮৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অনিয়মের কারণ	ঃ	মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১ এর ধারা ৩ এর উপধারা ১ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং ২০১-আইন/২০১০/৫৫০-মূসক, তারিখ ১০/০৬/১০ এর বিধান লংঘন করায় আপত্তিতে বর্ণিত টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-"১০"(দশ) দ্রষ্টব্য।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক। ▪ সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৩/০২/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ০২/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ১৪,৭৭,৭২,৬৮৮/- টাকা চৌদ্দ কোটি সাতাত্তর লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছয়শত আটাশি মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৫।

শিরোনাম	ঃ	অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য সরবরাহ/বিক্রয় করায় ১৪,৫১,৬৫,৯৩৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।
বিবরণ	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৩টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে পণ্য সরবরাহ/বিক্রয় করায় ১৪,৫১,৬৫,৯৩৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অনিয়মের কারণ	ঃ	মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-৩ (১) অনুযায়ী নিবন্ধিত উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপাদিত বা সরববরাহযোগ্য পণ্যের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর ধার্য্যের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপকরণ উৎপাদ সম্পর্ক বা সহগ (Input-output co efficient) সহ মূল্য ভিত্তি সম্পর্কিত একটি ঘোষণা বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট দাখিল করতে হয় এবং সেই দাখিলকৃত অনুমোদিত ঘোষণার ভিত্তিতেই পণ্য বিক্রয় বা সরবরাহ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে উক্ত ধারার ব্যত্যয় ঘটিয়ে অনুমোদিত মূল্যে পণ্য সরবরাহ বা বিক্রয় না করায় ১৪,৫১,৬৫,৯৩৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট-'১৫'(পনের) দ্রষ্টব্য ।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক। ▪ সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ১৩/০২/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ০২/০৪/২০১৩ তারিখ হতে ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ১৪,৫১,৬৫,৯৩৮/- টাকা চৌদ্দ কোটি একান্ন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার নয়শত আটত্রিশ মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

তহীকার

অনুচ্ছেদ নং- ১৬।

শিরোনাম	ঃ	**স্থান ও স্থাপনার ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় ১,৯৯,০৮,০৫৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**
বিবরণ	ঃ	অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ১৫টি কাস্টমস্ এক্সাইজ ও ভ্যাট সার্কেলের ২০১১-১২ আর্থিক সনের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্থান ও স্থাপনার ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় ১,৯৯,০৮,০৫৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
অনিয়মের কারণ	ঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর এস.আর.ও নং- ১৯৮-আইন/২০১০/৫৪৭-মূসক, তারিখ :- ১১/০৬/২০০৯ মোতাবেক স্থান বা স্থাপনার ভাড়ার উপর জুলাই'২০০৯ হতে ১৫% হারে এবং এস.আর.ও নং- ০৯-আইন/২০১১/৫৮৩-মূসক, তারিখ :- ০৯/০১/২০১১ মোতাবেক জানুয়ারী'২০১১ থেকে ৯% ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ এর ২২নং আইন) এর ধারা-৩ এর উপধারা-৫ এর দফা-খ তে প্রদত্ত সেবা কোড নং- এস ০৩৩.০০ এর মাধ্যমে কোন স্থান বা স্থাপনা, যন্ত্রপাতি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ভোগ বা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার অধিকারী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে প্রদত্ত ভাড়ার উপর ১৫% হারে ভ্যাট প্রদান করার নির্দেশ রয়েছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন না করায় ১,৯৯,০৮,০৫৮/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত বিবরণ ২য় খন্ডের পরিশিষ্ট- '১৬'(ষোল) দ্রষ্টব্য ।]
অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব	ঃ	টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
নিরীক্ষা মন্তব্য	ঃ	জবাব স্বীকৃতিমূলক বিধায় আপত্তিকৃত অর্থ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক। ▪ সরকারি রাজস্ব ক্ষতি সংক্রান্ত উত্থাপিত আপত্তিসমূহ গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৬/০১/২০১৩ তারিখ হতে ৩০/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র পাঠানো হয়। পরবর্তীতে ১৪/০১/২০১৩ তারিখ হতে ২০/০৮/২০১৩ তারিখে তাগিদপত্র জারি করা হয় এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৮/০৭/২০১৩ তারিখ হতে ১৮/০৯/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বরাবরে আধা-সরকারি পত্র জারি করা সত্ত্বেও এতদ্‌বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি।
নিরীক্ষার সুপারিশ	ঃ	উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে আপত্তিকৃত ১,৯৯,০৮,০৫৮/- টাকা (এক কোটি নিরানব্বই লক্ষ আট হাজার আটান্ন মাত্র) আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে অবহিত করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ জাকির হোসেন খোন্দকার)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৮৩১৬১৩০

বাঃসঃমুঃ-২০১৫/২০১৬-৫১০২কম/এ—৭৫০ বই, ২০১৬।